মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পর ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১ টি	১	-	-	-	১	৩ বছর (১০০%)	-	-

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১টি।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত মেয়াদকাল	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩	৪	৫
১.	"মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (সংশোধিত) " প্রকল্প	২২৯৬.৮৫	জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৬	মূল অনুমোদিত ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত দেশের ২৭টি জেলার ৩৫টি উপজেলার ৩৫টি স্থানের পরিবর্তে দেশের ৩৫টি জেলার ৬৫টি উপজেলার ৬৫টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ অর্থাৎ নতুন ৮টি জেলা এবং ৩০টি অতিরিক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত করার কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

ক্রঃনং	সমস্যা	ক্রঃনং	সুপারিশ
৩.১	মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রথম ০৩ (তিন) বছরে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে ০৬ (ছয়) বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে।	৩.১	মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রথম ০৩ (তিন) বছরে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে ০৬ (ছয়) বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। ভবিষ্য তে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সময় অধিকতর সতর্ক ও দূর -দৃষ্টিসম্পন্ন ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে করে এত বেশি টাইম ও ওভার রান (১০০%) না হয়;
৩.২	কোন কোন স্মৃতিস্তম্ভসমূহে নিরাপত্তার স্বার্থে কোন নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ করা হয়নি।	৩.২	স্মৃতিস্তম্ভসমূহ নিরাপত্তা র স্বার্থে নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ করা দরকার;
৩.৩	প্রকল্পের পিসিআর-এ অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সুস্পষ্টভাবে নেই। উপজেলা ভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মানের জন্য ব্যয়ের হিসাব পিসিআর-এ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।	৩.৩	প্রকল্পের পিসিআর-এ অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সুস্পষ্টভাবে নেই। উপজেলা ভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মানের জন্য বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন আরও বিশদভাবে পিসিআর-এ উল্লেখ করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (সংশোধিত)
-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

প্রকল্পের নামঃ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (সংশোধিত)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ৩৫ টি জেলার ৬৫ টি উপজেলা।

২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৩৯১.২০ ২৩৯১.২০ (-)	২২৯৬.৮৫ ২২৯৬.৮৫ (-)	২২৯৬.৮৫ ২২৯৬.৮৫ (-)	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৩	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৬	--	৩ বছর (১০০%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

ক্রঃ নং	সর্বশেষ ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
(ক) রাজস্ব						
১.	সরবরাহ ও সেবা	সংখ্যা	১৯.৯০	১০০%	১৯.৯০	১০০%
২.	মেরামত,সংরক্ষণ ও পূনর্বাসন	সংখ্যা	৩.২০	১০০%	৩.২০	১০০%
	উপ-মোট		২৩.১০		২৩.১০	
(খ) মূলধন						
৩.	সম্পদ সংগ্রহ	সংখ্যা	৫.১০	১০০%	৫.১০	১০০%
৪.	নির্মাণ কাজ	সংখ্যা	২২৪০.৬০	১০০%	২২৪০.৬০	১০০%
	উপ-মোট		২২৪৫.৭০		২২৪৫.৭০	
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		থোক	১৪.০৫	১০০%	১৪.০৫	১০০%
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		থোক	১৪.০০	১০০%	১৪.০০	১০০%
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		২২৯৬.৮৫		২২৯৬.৮৫	

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:

প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৭.১ প্রকল্পের পটভূমি:

বাঙ্গালী জাতির দীর্ঘ ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়। এ যুদ্ধ বাঙ্গালী জাতির জন্য কেবল একটি পৃথক আবাসভূমিরই সৃষ্টি করেনি, বরং ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-বঞ্চনাসহ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক বলয়। তারুণ্য আর শৌর্যের এ বিজয়গাঁথা আজও বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের লড়াই সংগ্রামের এক উপজীব্য। তাইতো আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে তথা ঐতিহ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ এক বিশাল স্থান অধিকার করে আছে। লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ ও মা-বোনদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল প্রান্ত থেকেই গড়ে তোলা হয়েছিল প্রতিরোধ, সংগ্রাম। দুর্ভাগ্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম স্থানের সঠিক পরিসংখ্যান আজও নিরুপন করা সম্ভব হয়নি, যদিও ১৯৯৮ সালে এগুলো সংরক্ষণের কিছুটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে অযত্ন অবহেলায় পড়ে থাকা ঐ সকল স্থান দেশের সচেতন মানুষকে একদিকে যেমন করেছে ব্যথিত, অন্যদিকে নতুন প্রজন্ম হয়েছে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস থেকে বঞ্চিত।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান/শহীদ সমাধি সংরক্ষণ করে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার ইতিহাস জানানো যাতে তারা তাদের মাতৃভূমি নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে এবং স্মৃতিস্তম্ভে বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে দেশপ্রেম ও উদার গণতান্ত্রিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হতে পারে। এছাড়াও প্রকল্পটির নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য রয়েছে t

ক) জনগণকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও চেতনায় অনুপ্রাণিত করা এবং জাতীয় দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা;

খ) ৩৫টি জেলার ৬৫টি উপজেলার ৬৫টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ; এবং

গ) উন্নত ভৌত অবকাঠামো সুবিধায় বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

৮.১ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

"মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ**"** শীর্ষক প্রকল্পটির উপর গত ২৬/০৭/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে ২৩৯১.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১০/১০/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে।

৮.২ প্রকল্পের সংশোধনঃ

মূল অনুমোদিত ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত দেশের ২৭টি জেলার ৩৫টি উপজেলার ৩৫টি স্থানের পরিবর্তে দেশের ৩৫টি জেলার ৬৫টি উপজেলার ৬৫টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ অর্থাৎ নতুন ৮টি জেলা এবং ৩০টি অতিরিক্ত স্থান অন্তর্ভুক্তকরণ। অতিরিক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত করার কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৩ এর পরিবর্তে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ১ (এক) বছর বৃদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তা । এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনা চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অনুরোধে ৭টি জায়গায় স্মৃতিস্তম্ভের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ মিনি জাদুঘর, লাইব্রেরী ও কনফারেন্স সেন্টার নির্মাণের প্রস্তাব আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং পরবর্তীতে তিন ধরনের (টাইপ-এ, টাইপ-বি ও টাইপ-সি) স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিবর্তে দুই ধরণের (টাইপ-এ ও টাইপ-বি) স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাবনার ফলে প্রকল্পের কার্যপরিধি পরিবর্তিত হওয়ায় প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৪/০৫/২০১৪ তারিখে **"মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

৯.০ বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর অনুসারে):

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্র: সা:		মোট	টাকা	প্র: সা:
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১০-২০১১	৪০০.০০	৩৮৮.৪৬	-	৩৮৮.৪৬	৩৮৮.৪৬	৩৮৮.৪৬	-
২০১১-২০১২	৮০০.০০	৪৯১.৪৮	-	৪৯১.৪৮	৪৯১.৪৮	৪৯১.৪৮	-
২০১২-২০১৩	৭৫০.০০	৭৪৭.৪২	-	৭৪৭.৪২	৭৪৭.৪২	৭৪৭.৪২	-
২০১৩-২০১৪	৩৮০.০০	৯২.৪৯	-	৯২.৪৯	৯২.৪৯	৯২.৪৯	-
২০১৪-২০১৫	৫৩৯.০০	৩৮২.০০	-	৩৮২.০০	৩৮২.০০	৩৮২.০০	-
২০১৫-২০১৬	১৯৫.০০	১৯৫.০০	-	১৯৫.০০	১৯৫.০০	১৯৫.০০	-

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরণ	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর
১।	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০৬/১০/২০১০	০৫/১১/২০১২
২।	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০৫/১১/২০১২	১০/০৭/২০১৩
৩।	জনাব মো: খন্দকার আলী নূর	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১০/০৭/২০১৩	০৯/১১/২০১৪
৪।	জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০৯/১১/২০১৪	৩০/০৬/২০১৬

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রাপ্তির পর গত ২৫-২৬/১০/২০১৭ তারিখে শীর্ষক প্রকল্পটির চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় এবং ২৭-২৮/১০/২০১৭ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় আইএমইডি 'র সহকারী পরিচালক জনাব মো: তাওসীফ রহমান কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন না। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হলঃ

১৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) জনগণকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও চেতনায় অনুপ্রাণিত করা এবং জাতীয় দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা;	স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের মাধ্যমে জনগণকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও চেতনায় অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।
খ) ৩৫টি জেলার ৬৫টি উপজেলার ৬৫টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ;	৩৫টি জেলার ৬৫টি উপজেলার ৬৫টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।
গ) উন্নত ভৌত অবকাঠামো সুবিধায় বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।	উন্নত ভৌত অবকাঠামো সুবিধায় বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়েছে।

১৪.০ উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে উহার কারণঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৫.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৫.১ মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রথম ০৩ (তিন) বছরে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে ০৬ (ছয়) বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে।

১৫.২। প্রকল্পটি জুন ২০১৬-তে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মাধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের বিধান থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তির ০৯ (নয়) মাস পর অত্র দপ্তরে পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে।

১৫.৩ আইএমইডি-তে উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর পিসিআর-এর মূল কপি প্রেরণের বিধান থাকলেও পিসিআর-এর ফটোকপি প্রেরণ করা হয়েছে।

১৫.৪ প্রকল্পের পিসিআর-এ অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সুস্পষ্টভাবে নেই। উপজেলা ভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মানের জন্য ব্যয়ের হিসাব পিসিআর-এ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

১৬.০ সুপারিশঃ

১৬.১ মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রথম ০৩ (তিন) বছরে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে ০৬ (ছয়) বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সময় অধিকতর সতর্ক ও দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে করে এত বেশি টাইম ও ওভার রান (১০০%) না হয়;

১৬.২। প্রকল্পটি জুন ২০১৬-তে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মাধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের বিধান থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তির ০৯ (নয়) মাস পর অত্র দপ্তরে পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সময় মত পিসিআর প্রণয়ন এবং প্রেরণের প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন;

১৬.৩ আইএমইডি-তে উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর পিসিআর-এর মূল কপি প্রেরণের বিধান থাকলেও পিসিআর-এর ফটোকপি প্রেরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে পিসিআর-এর মূল স্বাক্ষরিত কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৬.৪ প্রকল্পের পিসিআর-এ অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সুস্পষ্টভাবে নেই। উপজেলা ভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মানের জন্য বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন আরও বিশদভাবে পিসিআর-এ উল্লেখ করতে হবে।

১৬.৫ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভসমূহের নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তা দেয়াল/ফেন্সিং নির্মাণ করা প্রয়োজন;

১৬.৬ স্মৃতিস্তম্ভ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে;

১৬.৭ প্রকল্প এলাকাসহ বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তাসহ সামগ্রীকভাবে সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এবং

১৬.৮ উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন জারীর ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মাধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।